দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ AUG 5 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

পটুয়াখালীতে শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের দুরবস্থা

মীর্জাগঞ্জ (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা ॥ পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন থানায় বর্তমানে সংস্কারবিহীন শতাধিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করা ঝুঁকিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। জরাজীর্ণ এইসব ভবনের দেওয়াল ও ছাদে ছোট-বড় অসংখ্য ফাটল ধরিয়াছে। বর্ষায় ছাদ হইতে পড়া বৃষ্টির পানিতে ক্লাস কক্ষগুলি সয়লাব হইয়া যায়। কোন কোন বিদ্যালয়ের ছাদের প্লাষ্টার অনবরত

(৭ম পৃঃ দ্রষ্টব্য)

পটুয়াখালী

(৩য় পৃঃ পর)

ধসিয়া পড়ায় ছোট-খাট দুর্ঘটনা ঘটিতেছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, এ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে পটুয়াখালী সদর সদর থানায় ২৫টি, বাউফল থানায় ৪০টি, কলাপাড়া থানায় ১৩টি, গলাচিপা থানায় ১৭টি, দশমিনা থানায় ১০টি ও মীর্জাগঞ্জ থানায় ২টিসহ মোট ১০৭টি বিদ্যালয় রহিয়াছে। এই বিদ্যালয়গুলি গত ১৯৮৫ সালে কর্তৃপক্ষ ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষণা করে। কিন্তু অদ্যাবধি বিদ্যালয়গুলির কোন সংস্কার অথবা ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য কোন বিকল্প ঘরের ব্যবস্থা করা হয় নাই। বিপদের ঝুঁকি নিয়া ঐ বিদ্যালয়গুলিতে ক্লাস চালান হইতেছে। এই ১০৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় অর্ধ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী জীবনের ঝুঁকি নিয়া ক্লাস করিতে বাধ্য হইতেছে।

এদিকে, বর্তমানে জেলার বিভিন্ন থানায় ৩ জন শিক্ষা কর্মকর্তা, ৬ জন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, ৫৩ জন প্রধান শিক্ষক ও ১০৩ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় বিদ্যালয় তদারকীসহ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হইতেছে।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে থানাভিত্তিক প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জেলার মোট ৬টি থানার মধ্যে মীর্জাগঞ্জ, বাউফল ও দশমিনা থানায় শিক্ষা কর্মকর্তা নাই। ইহাছাড়া, পটুয়াখালী সদর থানায় ১টি, বাউফল থানায় ২টি, গলাচিপা থানায় ২টি ও কলাপাড়া থানায় ১টি সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের পদগুলির মধ্যে রহিয়াছে পটুয়াখালী সদর থানায় ৯টি প্রধান শিক্ষক ও ৮টি সহকারী শিক্ষক, গলাচিপা থানায় ১৭টি প্রধান শিক্ষক ও ৩৫টি সহকারী শিক্ষক, বাউফল থানায় ৯টি প্রধান শিক্ষক ও ২৫টি সহকারী শিক্ষক, কলাপাড়া থানায় ৮টি প্রধান শিক্ষক ও ১৮টি সহকারী শিক্ষক, মীর্জাগঞ্জ থানায় ৫টি প্রধান শিক্ষক ও ৯টি সহকারী শিক্ষক এবং দশমিনা থানায় ২টি প্রধান শিক্ষক ও ৮টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ সরকারী বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড ও অন্যান্য উপকরণ নাই। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থা আরও করুণ।